যুগান্তর

তারিখ ... 05 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

নতুন বছরে নতুন পাঠ্যবই

প্রাপ্তি নিশ্চিত করুন

সরকার প্রতিবছর জানুয়ারির ১ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন পাঠ্যবই তুলে দেয়ার রেওয়াজ চালু করলেও আগামী বছর এর ধারাবাহিকতা নষ্ট হওয়ার আশংকা তৈরি হয়েছে। মূলত প্রাথমিকের বই মুদ্রণের টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ে এ প্রকল্পে অর্থের জোগানদাতা প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে দেশীয় মুদ্রণকারীদের মধ্য সৃষ্ট দ্বন্দ্বে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, বই মুদ্রণের কাজ শুরুর আগে মুদ্রণকারীদের তিনটি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হয়। এগুলো হচ্ছে— বইয়ের কাগজের মান পরিদর্শন, বইয়ের ভুলশুদ্ধি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং চূড়ান্ত অনাপত্তি গ্রহণ। এসব প্রক্রিয়া শেষ না হওয়ায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এখন পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য কোনো লিখিত আদেশ দিতে পারেনি। প্রাথমিক স্তরে অন্তত দুই কোটি ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এসব শিক্ষার্থীর জন্য এবার সরকারের প্রায় সাড়ে ১১ কোটি বই মুদ্রণের পরিকল্পনা রয়েছে। এজন্য সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩৩০ কোটি টাকা। তবে ভারতীয় মুদ্রণকারীদের ঠেকাতে এবার দেশীয় মুদ্রণকারী কিছু প্রতিষ্ঠান একজোট হয়ে সর্বনিম্ন ২২১ কোটি টাকা দর দেয়, যা এনসিটিবির নির্ধারিত দরের চেয়ে ১০৯ কোটি টাকা কম। দর কম হওয়ায় বিশ্বব্যাংক বই মুদ্রণের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে বেশ কিছু শর্ত আরোপ করে। এ নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার এক পর্যায়ে শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতির উন্নতি হলেও মুদ্রণ কার্যক্রম শুরু হতে প্রায় এক মাস বিলম্ব ঘটছে। আইন অনুযায়ী (পিপিআর-পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস) মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন করতে মুদ্রণকারীদের ৯৮ দিন সময় দিতে হবে। এ হিসাব সামনে রাখলে বই সরবরাহের জন্য মুদ্রণকারীরা আগামী বছরের ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় পাবেন। ফলে অতিরিক্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে মুদ্রণকারীরা নষ্ট হওয়া সময়ের ঘাটতি পুষিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আন্তরিক না হলে ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের হাতে বই দেয়া সম্ভব হবে না এবং এ ব্যাপারে কার্যাদেশপ্রাপ্ত মুদ্রণকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাও নেয়া যাবে না। এর ফলে গোটা প্রকল্পই ব্যর্থ হওয়ার শংকা তৈরি হয়েছে।

নতুন বই হাতে নতুন ক্লাসে খুদে শিক্ষার্থীদের অভিষেক ঘটবে— এটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এ প্রত্যাশার বিপরীতে আগামী বছর বই প্রাপ্তির বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, যা মেনে নেয়া কষ্টকর। ১৯৯৩ সাল থেকে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বছরের প্রথম দিন বিনামূল্যে বই বিতরণ তারই অংশ। বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নষ্ট হলে খুদে শিক্ষার্থীরা মানসিক আঘাত পাবে, কেউ কেউ বিগড়েও যেতে পারে। এতে প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ সাফল্য অর্জনের স্বপ্ন বিনষ্ট হতে পারে, যা মোটেই কাম্য নয়।